১৯-০৬-১৭ প্রাতঃ-মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা ঈশ্বরীয় সেবাতে নিযুক্ত থাকলে বাবার প্রতি ভালোবাসা বাড়তে থাকবে এবং খুশি বজায় থাকবে।"

প্রশ্নঃ- বাবার দৃষ্টির দ্বারা অতীন্দ্রিয় সুখ প্রাপ্তকারী বাচ্চাদের অন্তরে কোন্ খুশি থাকে?

উত্তরঃ- তাদের অন্তরে স্বর্গের বাদশাহীর খুশি থাকে। কারণ বাবার দৃষ্টি পেয়েছে মানে উত্তরাধিকারীও হয়ে গেছে। বাবার মধ্যেই সকল প্রাপ্তি আছে।

প্রশ্নঃ- বাবা বাচ্চাদেরকে প্রতিদিন বিভিন্ন পদ্ধতিতে নতুন নতুন পয়েন্ট কেন শোনান?

উত্তরঃ- কারণ বাচ্চাদের অনেক জন্মের ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে নতুন নতুন পয়েন্ট শুনলে বাবার প্রতি ভালোবাসা বাড়তে থাকবে।

গীতঃ- তোমার নিশীথ কেটেছে শয়নে, দিবস কেটেছে ভোজনে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বাবার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। বাবাও সকল আত্মাদেরকে এবং তাদের শরীরকে দেখছেন। বাচ্চারাও দেখছে। দেখতে বেশি মজা নাকি শুনতে বেশি মজা? এতদিন অনেক কিছুই তো শুনেছ। অনেক জ্ঞান শুনেছ। তোমরাই হলে প্রথম ভক্ত। তোমরাই সবথেকে বেশি ভক্তি করেছ। বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ, গীতা, গায়ত্রী, জপ, তপ ইত্যাদি সবকিছু পড়েছো, করেছ এবং শুনেছ। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যে আমরা কবে থেকে এইসব শুনছি। যখন থেকে এইসবের উৎপত্তি হয়েছে, তখন থেকে অনেক শুনেছি। কিন্তু বাবার দৃষ্টি তো কেবল এই সময়েই প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে একটা শ্লোকও আছে - হে স্বামী এবং সদগুরু, তোমার দৃষ্টির দ্বারা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব হয়। তিনি হলেন গুরু, আবার তিনিই সজনীর স্বামী। বাচ্চারা তাঁর নয়নের সামনে বসে আছে। দৃষ্টির দ্বারাই অনুভব হয় যে তাঁর কাছ থেকেই আমরা বিশ্বের মালিকত্ব পাই। বাবাকে দেখলেই আন্তরিক খুশি হয় কারণ তাঁর কাছ থেকেই সকল প্রাপ্তি হয়। বাবার মধ্যেই সকল প্রাপ্তি আছে। যখন বাবা মিলে গেছে এবং তাঁর নয়নের সামনে বসে আছি, তখন অবশ্যই স্বর্গের বাদশাহীর নেশা চড়বে। প্রথমে বাবাকে পাওয়ার নেশা এবং তারপর উত্তরাধিকার অর্থাৎ বাদশাহীর নেশা। আমরা জানি যে আমরা এখন বাবার সামনে বসে আছি। দেহ-অভিমান চলে যাচ্ছে। আমরা আত্মারা এই শরীরের সাহায্যে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে এসেছি, বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছি। এরপর এখন বাবা আমাদের সম্মুখে বসে আছেন। বাবাকে পাওয়ার সাথে সাথে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্যও খুশি হয়। বাচ্চারা যখন বড় হয় তখন তাদের বুদ্ধিতে আসে যে আমি হলাম রাজার সন্তান, আইনজীবী কিংবা ইঞ্জিনিয়ারের সন্তান - আমিই সমস্ত সাম্রাজ্যের মালিক। এখানে তোমরা জানো যে বাবার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পাই। বাবাকে দেখে বাচ্চাদের স্থায়ী খুশি হওয়া উচিত, একেই রুহরিহান বলা হয়। যিনি সকলের পরমপিতা, তিনি বসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন। আত্মা এই শরীরের দ্বারা শোনে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে যখন তিনি এসে দৃষ্টি দেন তখন ২১ জন্মের উত্তরাধিকারও দিয়ে দেন। এইরকম কেবল একবারই হয়। এইটা তোমাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে। বাচ্চারা ভুলে যায়, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। বাবার নয়নের সম্মুখে থাকার জন্যই বাচ্চারা অনুভব করে যে আমরা বাবার

সাথে বসে আছি। বাবাকে দেখলে অনেক খুশি হয়। বাবাও বসে নতুন নতুন পয়েন্ট বোঝান। বাবার প্রতি বাচ্চাদের সম্পূর্ণ ভালোবাসা থাকতে হবে। তাহলেই আত্মার অন্তরের তৃষ্ণা মিটবে। কারণ আত্মা পরমাত্মার থেকে আলাদা ছিল, অনেক রকমের দুঃখ সে দেখেছে। এখন বাবার সম্মুখে বসে আছে তাই হর্ষিত থাকা উচিত। কেবল বাবার সামনে আসলেই খুশি হয় নাকি বাবার থেকে দূরে গেলেও এতটাই খুশি থাকে? বিবেক উত্তর দেয় যে বাইরে অনেক রকমের কথা শোনার জন্য বুদ্ধি বিভিন্ন দিকে চলে যায়। এখানে মধুবনে যেসকল বাচ্চারা বসে আছে, তারা বাবার সামনে বসে শুনছে। বাবা ভালোবাসার দ্বারা আকর্ষণ করেন। ভেবে দেখ, তোমাদের বাবা কতই না মিষ্টি, কতই না প্রিয়। তোমাদেরকে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য বানাচ্ছেন। বাচ্চারাই স্বর্গের মালিক ছিল। কিন্তু নাটক অনুসারে সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে। রাজত্ব হারানো এবং তা ফিরে পাওয়া, এটা তো কোনো বড় ব্যাপার নয়। এইসব কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো। দুনিয়াতে কোটি কোটি আত্মা আছে। কিন্তু এত কোটি আত্মার মধ্যে কয়েকজনই আমাকে চিনতে পারে। আমি কে এবং কেমন? আমি যেই হই এবং যেরকমই হই, আমার দ্বারা প্রাপ্তি কি হয়? এইসকল কথা বুঝতে পারলেও আশ্চর্যজনক ভাবে মায়া সেইসব ভুলিয়ে দেয়। এমন নয় যে যারা সামনে বসে আছে তাদেরকে মায়া ভুলিয়ে দেয়না। তাদেরকেও মায়া ভুলিয়ে দেয়। শিববাবার প্রতি সম্পূর্ণ ভালোবাসা থাকতে হবে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা কিভাবে বাড়বে যার দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার নিতে পারব? বাবা উত্তরে বলছেন, "সেবা কর" । বাচ্চারা জানে যে বাবা দূরদেশ থেকে এসেছেন। নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের কখনও সংশয় হওয়া কিংবা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মায়া খুবই শক্তিশালী। বাবা তো বাচ্চাদেরকে সাজাচ্ছেন। মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। এইটা তো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার স্কুল। পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। বাবা কেবল বলছেন, আমাকে স্মরণ কর। মানুষ যখন মারা যাওয়ার আগে তাকে বলা হয় রামকে স্মরণ কর। কিন্তু রামকে না জানার জন্য তাকে স্মরণ করে কোনও লাভ হয়না। তোমাদের কাছে তো বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় আছে। তোমরা শিববাবার কাছেই আসো। তিনি হলেন নিরাকার, তিনিই রচয়িতা। তাহলে রচনা করবেন কিভাবে? তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার রচনা করেন। ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টির জন্ম হয়। তাই জন্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ। তোমরা আত্মারা এখন ভালো করেই জানো যে আমরা শিববাবার নাতি-নাতনি এবং ব্রহ্মাবাবার সন্তান হয়েছি। তোমরা বাচ্চারা চাও যে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাক এবং আমরা বিজয় মালাতে বাবার নিকটে চলে আসি। এর জন্য বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে। তোমরা তো কর্মযোগীর ভূমিকাও পালন করছ। গৃহস্থ সামলানোর সাথে সাথে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকা - এইরকম দৃষ্টান্ত কোনো সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রেই নেই। তারা গৃহস্থে থেকে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকতে পারেনা। তাই কাউকে এইরকম উপদেশও দিতে পারেনা। যে যেমন সে তো তার মতোই বানাবে। সন্ন্যাসীরা এইরকম উপদেশ দেবেনা যে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাক। ব্রহ্মকে স্মরণ করতে বলাও সম্ভব নয়। কারণ শিষ্যরা তখন বলবে, তুমি তো বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছ কিন্তু আমরা কিভাবে ত্যাগ করব? তোমরা নিজেরাই তো ঘরে থাকতে পারলে না, তাহলে অপরকে কিভাবে উপদেশ দিচ্ছ। এইসকল গুরুরা কখনও রাজযোগের শিক্ষা দিতে পারবে না। তোমরা এখন সকল ধর্মের রহস্য জেনে গেছ। প্রত্যেক ধর্মকেই পুনরায় নিজ নিজ সময়ে আসতে হবে। কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ আসবে। সত্যযুগের জন্য আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের প্রয়োজন। অন্য কোনও ধর্ম মানুষকে দেবতা বানাতে পারবে না। তারা তো মুক্তিধামে যাবে। সুখ কেবল স্বর্গতেই আছে। আমরা যখন দেবী-দেবতা হয়ে যাব তখন অন্যান্য ধর্মের আত্মারা মুক্তিধামে চলে যাবে। যতক্ষণ না আমরা মুক্তিধামে যাচ্ছি ততক্ষণ কেউই মুক্তিধামে যেতে পারবে না। স্বর্গ

এবং নরক একই সাথে থাকতে পারে না। আমরা জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার পেয়ে গেলে জীবন বন্ধনে আবদ্ধ আত্মারা এখানে থাকবে না। তোমরা জানো যে এইটা হল সঙ্গমযুগ। প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে কেবল তোমরাই বাবার সাথে মিলিত হও। অন্যরা কেউ মিলিত হতে পারে না। তারা জানে যে এটা হল কলিযুগ। কিন্তু আমরা এখন কলিযুগে নেই। বাবার কাছ থেকে পুনরায় স্বর্গের উত্তরাধিকার পাচ্ছি। আমরা জীবিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে মরে গিয়ে বাবার হয়েছি। যাকে দত্তক নেওয়া হয় তার দুটো দুনিয়ার কথাই মনে পড়ে। আগে অমুক ব্যক্তির সন্তান ছিলাম, এখন এই ব্যক্তির সন্তান হয়েছি। সে তার মিত্র-সম্বন্ধী সবাইকেই চেনে। তার মধ্যে দুটো পরিবারেরই স্মৃতি থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা এই দুনিয়া থেকে নোঙর উঠিয়ে নিয়ে রওনা দিচ্ছি। এই দুনিয়ার সাথে আমাদের আর কোনো সম্বন্ধ নেই। এইভাবে ভগবান তাঁর সন্তানদের সাথে, অর্থাৎ পরমপিতা-পরমাত্মা শালিগ্রাম আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। ভগবান এই দুনিয়াতে আসবেন, কিন্তু তাঁকে তো কেউ চেনেই না। বাবাকে না জানার কারণেই বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এত সহজ কথাটাও কেউ বুঝতে পারে না। তথাপি ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করি। আমরা পরমধাম থেকে এখানে এসেছি। ওখানে পরমপিতা পরমাত্মাও নিবাস করেন। মানুষ তো আত্মাকেও জানেনা আর পরমাত্মাকেও জানেনা। কিভাবে ভগবান এসে মিলিত হবেন, এসে কি করবেন - এইসব কেউই জানে না। গীতাতে পুরো ভুল লিখে দিয়েছে। গীতার ভগবানের নামটাই বদলে দিয়েছে। বাবা জিজ্ঞাসা করছেন, তোমরা কি আমাকে জানো? কৃষ্ণ কি এইরকম প্রশ্ন করবে? তাকে তো সমগ্র দুনিয়াই চেনে। সে জ্ঞান দিতে পারবে না। তাই এইটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে ভগবানই রূপ পরিবর্তন করেন, কৃষ্ণ নয়। তিনি সাধারণ মনুষ্য শরীরে আসেন। কৃষ্ণের শরীরে আসেন না। ইনি হলেন ব্রহ্মা। ইনিই কৃষ্ণের আত্মা। কেবল কিছু কথা ভুলে গেছে। এটা হল কৃষ্ণের আত্মার ৮৪ জন্মের অন্তিম অবস্থা। আদিতে ইনিই পুনরায় কৃষ্ণ হবেন। এখন অন্তিম জন্মে কৃষ্ণ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছেন। এটা কতই না গুপ্ত বিষয়। কেবল কিছু কথা ভুলে গেছে। এটা বোঝার জন্য খুবই বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। তোমরা জানো যে আমরা কৃষ্ণের বংশাবলীতে ছিলাম। এখন শিববাবার কাছ থেকে পুনরায় রাজ্য ভাগ্য নিচ্ছি। কৃষ্ণ এখন আর আমাদের বুদ্ধিতে নেই। মানুষ তো বলে দেয় যে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এর দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। গীতাতে দেখিয়েছে যে শেষে কেবল পঞ্চপাণ্ডব বেঁচে থাকবে। কল্পের আয়ুকে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। এত সহজ কথাটাও মানুষ জানে না। তোমরা ইশারার দ্বারাই বুঝে যাও যে আমরাই সূর্যবংশী ছিলাম। এখন সূর্যবংশী থেকে শূদ্রবংশী হয়ে গেছি। এরপর পুনরায় ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হব। এইসব বর্ণকেও বুদ্ধিতে রাখতে হয়। দুনিয়ার মানুষ বর্ণকেও অর্ধেক করে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং শিববাবাকে ভুলে গেছে। কেবল দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র দেখিয়ে দিয়েছে। ব্রাহ্মণদের তো অবশ্যই প্রয়োজন, তাই না? কিন্তু ব্রহ্মার এই সন্তানরা গেল কোথায়? এটা কারোর বুদ্ধিতেই আসেনা। বাবা তোমাদেরকে ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। এটা তোমাদেরকে ভালো করে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। বাবার বুদ্ধিতে যে জ্ঞান আছে, সেটা তোমাদের বুদ্ধিতেও থাকা উচিত। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে নিজের সমান বানাই। যে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান আমার মধ্যে আছে, সেটা তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে। বুদ্ধিমান হতে হবে। বাবার সাথে যোগযুক্ত থাকতে হবে এবং সর্বদা বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। তোমরা এখন বাবার সম্মুখে বসে আছ। জানো যে বাবা একেবারে সহজ করে বোঝাচ্ছেন। গায়ন করে, আত্মা পরমাত্মা পৃথক থেকেছে অনেককাল... সদগুরু এখন দালালের রূপে এসে শিক্ষা দিচ্ছেন। দালাল মানে যিনি ব্যবসায়িক বন্দোবস্ত করে দেন। বাবা ইনার (ব্রহ্মাবাবা) মাধ্যমে এসে আমাদের সাথে ব্যবসা করছেন। তোমরা জানো যে দালালকে স্মরণ

করতে হবে না। এই দালালের (ঘটক) দ্বারা আমাদের শিববাবার সঙ্গে বিবাহ হয়। তোমরা সবাই হলে দালাল। জিজ্ঞেস করা হয় পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? তোমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য নানারকম যুক্তি তৈরি কর। তারপর প্রজাপিতার নামও উল্লেখ কর। উত্তরাধিকার শিববাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তিনি তো স্বর্গের রচয়িতা। পরমাত্মার সাথে জীব-আত্মাদের বিবাহ হয়। পূর্বেও বিবাহ হয়েছিল, তাঁর সম্পত্তিও পেয়েছিলাম, এখন পুনরায় পাচ্ছি। তোমরা জানো যে প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে এটাই আমাদের ব্যবসা, এছাড়া আর কেউই আত্মার সাথে পরমাত্মার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার নিমিত্ত হয় না। তার সাথেই বিবাহ দেওয়া হয় যিনি স্বর্গের মালিক বানান। এইটা হল উঁচুর থেকেও উঁচু রুহানি (আত্মিক) বিবাহ। প্রতি কল্পে বাবার কাছ থেকেই এই রুহানি বিবাহ করা শিখি। প্রতি কল্পেই এইরকম হয়। প্রতি কল্পেই মানুষ থেকে দেবতা অবশ্যই হব। তারপর দেবতা থেকে আবার মানুষ হব। মানুষ তো চিরকাল মানুষই থাকে। কিন্তু তাও কেন এইরকম বলা হয় যে মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছেন? কারণ তিনি দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। তোমরাও জানো যে এই বিবাহের দ্বারা আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। সবাই বলে যে যীশু খ্রিস্টের ৩ হাজার বছর আগে ভারতে স্বর্গ ছিল। কিন্তু তাও বুদ্ধিতে আসেনা যে ভারত পূর্বে স্বর্গ ছিল। এখনও পর্যন্ত কত মন্দির বানায়। সকলেরই এখন অবরোহন কলা চলছে। কেবল আমাদেরই এখন উত্তরণ কলা। উত্তরণ কলাতে এক সেকেন্ড সময় লাগে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) কখনও কোনো বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে বুদ্ধির নিশ্চয়তাকে অস্থির করা উচিত নয়। কর্মযোগী হয়ে বাড়ি-ঘর সামলাতে হবে। বিজয়মালাতে বাবার নিকটে আসার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

২) বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। সর্বদা সেবাতে নিযুক্ত থাকতে হবে। নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদান:- কেবল বাবা আর কেউ নয়, এই স্মৃতির দ্বারা নিমিত্ত হয়ে সেবা করতে করতে সকল প্রকার আকর্ষণ থেকে মুক্ত হও।

যে সন্তান সর্বদা 'কেবল বাবা, আর কেউ নয়' - এই স্মৃতিতেই থাকে তার মন এবং বুদ্ধি সহজেই একাগ্র হয়ে যায়। সে সেবাও নিমিত্ত হয়েই করে, তাই সেই সেবার প্রতি তার কোনও আকর্ষণ থাকে না। আকর্ষণ থাকার প্রমাণ হল - যেখানে আকর্ষণ থাকবে মন এবং বুদ্ধি সেই দিকেই যাবে। তাই সকল দায়িত্ব বাবাকে অর্পণ করে কেবল নিমিত্ত বা ট্রাস্টি হয়ে সামলাও। তাহলেই আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- বিঘ্নই আত্মাকে শক্তিশালী বানায়, তাই বিঘ্ন এলে ঘাবড়ে যেও না।